প্রজ্ঞা প্রবাহ (অখিল ভারতীয়)
লোকপ্রজ্ঞা (দক্ষিণবঙ্গ)

ঐতিহাসিক চিকাগো বক্তৃতা
হিন্দুত্বের বিশ্ববিজয়

প্রকাশক ঃ
প্রজ্ঞা প্রবাহ (অখিল ভারতীয়)
লোকপ্রজ্ঞা (দক্ষিণবঙ্গ)
২৬, বিধান সরণি, কোলকাতা-৬
Mobile : 9432435556, 9748246305, 9874317187
E-mail : adash1955@gmail.com
blog - www.lokaprajna.blogspot.com
ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য
মুদ্রক ঃ
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
Mobile : 9830532858

মুখবন্ধ

উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো নগরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ হইতে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সপ্তদশ দিবস ধরিয়া যে সর্বধর্ম-মহাসমিতির অধিবেশন হয়, সেই অভূতপূর্ব অধিবেশনের সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধিমুখে স্ব স্ব মত যথাযথ বিবৃত করিয়াছিলেন। সকল ধর্মই নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু হায়! সনাতন হিন্দুধর্ম এই সভায় প্রতিনিধিস্বরূপ কাহাকেও পাঠাইতে পারেন নাই।

মাদ্রাজ-অঞ্চলবাসী কতিপয় সদ্ভাবশালী যুবক স্বামী বিবেকানন্দের বহুবিধ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উক্ত মহাসভায় প্রেরণ করিতে সমুৎসুক হন। তাঁহারা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করিলেন। সমুদয় পাশ্চাত্য খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সভ্যজাতি একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, এই মহাসভায় খ্রীস্টধর্মেরই জয়পতাকা সর্বোপরি উড্ডীন হইবে এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতা চিরকালের জন্য প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। হিন্দুধর্ম সর্বতোভাবে অন্তঃসারশূন্য, ইহা তাঁহারা একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু কে জানিত যে, ত্রিংশদ্বর্ষীয়, কপর্দকশূন্য, ভিক্ষাজীবী এক যুবা-পরিব্রাজক এই পরাধীন পদদলিত, ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হিন্দুজাতির উপেক্ষিত সনাতন ধর্মকে সর্বধর্মের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে? কে জানিত যে, একজন সামান্য বঙ্গীয় যুবক সমুদয় পাশ্চাত্য সভ্যজাতির হৃদয় হইতে হিন্দুধর্মের উপর বহুবর্ষব্যাপী বদ্ধমূল ঘৃণার ভাব একটিমাত্র বক্তৃতা দ্বারা তিরোহিত করিতে সমর্থ হইবে? কে জানিত যে, সভ্যজাতীয় অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, যশস্বী মনীষী জগতের মধ্যে সাতিশয় 'ভীরু ও হেয়' জাতি-প্রসূত জনৈক স্বল্পবয়স্ক যুবকের নিকট তর্ক ও যুক্তিতে পরাজিত হইবেন? কে জানিত যে, এই হীনপ্রভ পরাধীন মুমূর্ষু-প্রায় হিন্দুজাতির মধ্যে এক অমূল্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মরত্ন বিস্মৃতির অন্ধকারে উপেক্ষা ধূলি সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র সেই রত্নের উদ্ধারসাধন করিয়া তদীয় জ্যোতিঃপুঞ্জে সমুদয় সভ্যজাতির চক্ষু ঝলসিয়া দিবে? কিন্তু সে সকল দুষ্কর কার্যও সুসম্পন্ন হইল।

ধর্মসভার প্রথম দিবসের অধিবেশন (১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)

অন্যান্য বাগ্মিগণের বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইল। তিনি সেই শ্রোতৃগণকে "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অমনি কয়েক মিনিট ধরিয়া তুমুল করতালি দ্বারা সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নিম্নোক্ত অভ্যর্থনা-সূচক বাক্যে কিছু বলিলেন ঃ

অভ্যর্থনার উত্তর "হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তরদানের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি—ইহাতে আজ আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং কি বলিব—পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাঁহারা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি-দূর-দেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য হইতে যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন দেশে পরধর্ম-সহিষ্ণুতার ভাব-প্রচারের গৌরব দাবি করিতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত-গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীর মত সহ্য করি, তাহা নহে—সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সক্লুশান' (অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য) শব্দটি কোনমতে অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত। যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ও জাতিকে, যাবতীয় ত্রস্ত উপদ্রুত ও আশ্রয়লিপ্সু জনগণকে চিরকাল অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি আপনাদিগকে বলিতে গর্ববোধ করিতেছি যে, যে বৎসর রোমানদিগের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে ইহুদীজাতির পবিত্র দেবালয় চূর্ণীকৃত হয়, সেই বৎসর তাহাদের কিয়দংশ দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয়লাভার্থ আসিলে আমরাই তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আজও তাহাদিগকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। জরথুষ্ট্রের অনুগামী সুবৃহৎ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয়দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত।

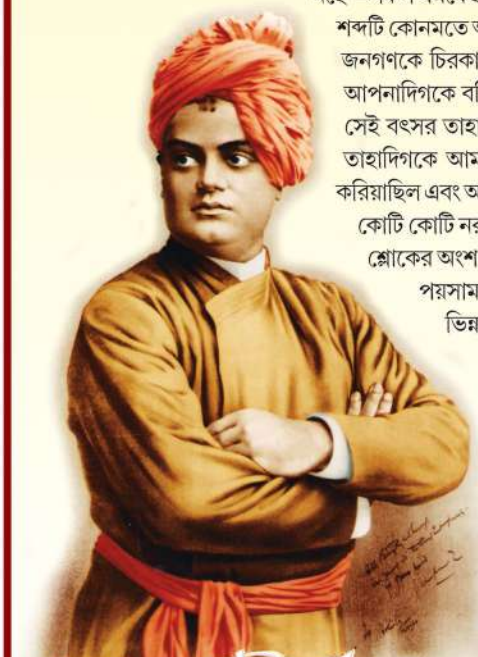

কোটি কোটি নরনারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন এবং যাহা আমি অতি বাল্যকাল হইতে আবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, তাহার একটি শ্লোকের অংশ আজ আপনাদের নিকট উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি— "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।" (শিবমহিম্ন স্তোত্রম্, ৭) অর্থাৎ, হে প্রভো, বিভিন্ন পথে গিয়াও যেরূপ সকল নদী একই সমুদ্রে পতিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন রুচিহেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথগামীদেরও তুমিই সেইরূপ একমাত্র গম্য স্থান।

এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমহাসম্মেলন গীতাপ্রচারিত সেই অদ্ভুত সত্যেরই পোষকতা করিতেছে, যাহা বলিতেছে— "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।" (গীতা ৪/১১)—অর্থাৎ, যে যেরূপ মত আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জগতে ইহারা মহা উপদ্রব উৎপাদন করিয়াছে, কতবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে সময়ে সময়ে হতাশায় নিমগ্ন করিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানব-সমাজ আজ যে অবস্থায় রহিয়াছে তদপেক্ষা কতদূর উন্নত হইতে পারিত! কিন্তু আজ ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি যে, এই ধর্মসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইল, উহা সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্ববিধ নির্যাতন পরম্পরার এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসান-বার্তা ঘোষণা করিবে।"

অন্যান্য বক্তৃতাগুলি
১৫ই সেপ্টেম্বর—ভ্রাতৃভাব
১৯শে সেপ্টেম্বর—হিন্দুধর্ম (প্রবন্ধ পাঠ)
২০শে সেপ্টেম্বর—খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কী করিতে পারেন
২৬শে সেপ্টেম্বর—বৌদ্ধধর্ম
২৭শে সেপ্টেম্বর—বিদায়

সমস্ত লেখা 'উদ্বোধন' প্রকাশিত 'চিকাগো বক্তৃতা' থেকে নেওয়া। বইটি অবশ্য পাঠ্য। মূল্য-৮/-

উত্তর আমেরিকার চিকাগো শহরের আর্ট ইনস্টিটিউট। এরই কলম্বাস হলে হয়েছিল স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতা

★ প্রকাশকাল ঃ ৯ই আগষ্ট, ২০১৭ (ভারতছাড়ো আন্দোলনের ৭৫তম দিবস)